নারী স্বাধীনতা এবং সমঅধিকার

নন্দিনী হোসেন

১০ অক্টোবর ২০০৫

নারী স্বাধীনতা এবং সম অধিকারের জন্য শিক্ষা অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষাই সব কিছু তা মানা যাচ্ছে না কিছু কারণে। কিছু বিষয় ভেবে দেখার দরকার আছে। শিক্ষা দিক্ষায় মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু তারা কি সবাই সম অধিকারের ব্যাপারে সমভাবে সচেতন ? আর তা যদি না হয় তাহলে এর কারণ গুলো ঠিক কি কি-তা খতিয়ে দেখা দরকার আছে বলে মনে করি। ক'জন শিক্ষিত মেয়ে সত্যিকার অর্থে এই জাতীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় অথবা আদৌ তাদের কে সে সুযোগ দেওয়া হয় । আমি এখানে লন্ডনে বসবাসরত শিক্ষিত বাঙ্গালী মেয়েদের কথা কিছু তুলে ধরব । বাঙ্গালী মেয়েদের এই চিত্র যে শুধু এই দেশেই বিদ্যমান তা কিন্তু নয়। দেশে বিদেশে সব খানেই কম বেশী একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। যার কারণে মেয়েরা পড়াশুনায় এগিয়ে ও যেন সামগ্রিক ভাবে এগুতে পারছে না। পদে পদে বৈষম্যের বেড়াজাল তাদের ছায়ার মত অনুসরণ করছে। যে সমাজে পুরুষই সব,পুরুষের কথাই পরিবার গুলোতে এক অলিখিত আইন-সেখানে একজন নারী কতদূর যেতে পারে। পারে কি আদৌ ?

প্রথমেই ভাবতে হবে পুরুষের চিন্তা ধারা দিয়ে নির্মিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েরা কতদূর যেতে পারছে আসলে । এ বিষয় গুলো নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষন করলে কিছু কিছু বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পরে। কিছুদিন আগের তালেবান শাসিত আফগান অথবা এ রকম উগ্র কিছু ধর্মীয় গুষ্টি ছাড়া কেউই কিন্তু এখন আর মেয়েদের শিক্ষা দিক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করতে পারছে না। তার কিছু কারণ আছে । নারীদের মানুষ হিসেবে সমঅধিকার দেবার সৎ উদ্দেশ্য তাতে নেই । তাকে দিয়ে যেন আর ও ভালো ভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। পুরুষ তন্ত্রের জয়গান যেন আর ও ভালোভাবে গাওয়ানো যায়। এ ক্ষেত্রে নারীদের অশিক্ষা একটা প্রাধান বাধা ছিল এতদিন। কিন্তু এখন শিক্ষিত নারীরা যে ভাবে দলে দলে মোল্লাদের হয়ে প্রচারে নামছে মাঠে-তা রীতিমত হতাশা জনক। বাংলাদেশের দিকে ও যদি তাকাই ,তাহলে দেখতে পাবো জামাত সহ প্রায় প্রতিটি মৌলবাদী ধর্মীয় গুষ্টি আজকাল বেশ জোরে শোরেই মেয়েদের শিক্ষার কথা বলছে। কেউই এখন বলছে না যে মেয়েদের শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বরং মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আছে। নারী শিক্ষা প্রসারের পর ও তাই বেশীর ভাগ মেয়েদেরই ধর্মের প্রতি ঝোঁক কমছে না। ধর্মের জয়গান গেয়ে বোধ হয় নারীর সম-অধিকারের কথা বলার মত অবস্থা কখনই তৈরী হবে না। পুরুষের স্বার্থে পুরুষ দ্বারা তৈরী ধর্ম গুলোতে নারী কে পুরুষের সমান মর্যাদা ,সমান অধিকার তো দেয়ই নি - বরং তাদের নরকের কীট হিসেবে দেখানো হয়েছে ! অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী জাত কে মা অথবা দেবী এসব বলে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে-যেখান থেকে মানুষ হিসেবে তার মুক্তি কখনই মিলবে না যতক্ষন না মেয়েরা ধর্মের নামে অধর্মের জঞ্জাল গুলো নিজেরাই জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে শিখবে ।

আজকাল ইসলাম ধর্মীয় সভা সমাবেশ গুলোতে চোখঁ রাখলে দেখা যায় প্রচুর সংখ্যক মেয়ে উপস্থিত থাকে । রীতিমত কলেজ ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ডিগ্রীধারী মেয়ে এরা। আমি এখানে লন্ডনের কথা বলতে পারি । সবাই জানেন ইষ্ট লন্ডনে বাঙ্গালী মুসলিম দের বাস। সেখানকার খোঁজ খবর যারা খানিকটা রাখেন তারাই জানেন আমি একটু ও বাড়িয়ে কিছু বলছি না। এ যেন সমান্ত রাল ভাবে দুই ধরনের চরম ধারা বহমান । যাই হোক। ওখানে এক জায়গায় আমাকে মাঝে মাঝেই যেতে হয় ব্যক্তিগত কিছু প্রয়োজনে। সেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষার সেন্টার গুলোতে অথবা পালা ক্রমে একেক দিন একেক মহিলার বাসায় শুধু মাত্র নারীদের ধর্মীয় আলোচনার

আসর বসে। তিন চার বছর আগে যখন আমি প্রথম ওখানে যাই তখন এসব দেখে অদ্ভুত একটা অনুভুতি হয়েছিল। মনে হয়ছিল আমি অন্য কোন জগতে এসে পরেছি ভুল ক্রমে । তার আগে আমার সরাসরি এই ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল না। যে ভদ্রমহিলার কাছে আমি গিয়েছিলাম সেদিন ছিল তাঁর বাসায় আসর। গিয়ে দেখি আজানুলম্বিত কালো কালো বোরকা আর হিজাব ধারী নারী তে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ । বড় বসার ঘরের ফ্লোরে কার্পেটের মধ্যে সবাই গোল হয়ে বসেছে। কারো হাতে আরবী কোরান কারো হাতে বাংলা আবার কারো হাতে শুধুই ইংরেজী অনুবাদ। সেখানে চব্বিশ পচিশ বছরের একটি মেয়ে ইংরেজী কোরান থেকে পড়ে যাচ্ছে- এই মেয়েটি এ দেশে জন্মেছে, এখানে আই টি তে ডিগ্রী নিয়েছে। অন্য আরেকজন বাংলাদেশ থেকে বৈবাহিক সুত্রে আগত শিক্ষিত মহিলা। তিনি বাংলা তরজমা করে অন্যান্য মহিলাদের বুঝাচ্ছেন। আমি পাশে গুটিয়ে রাখা সোফার এক কোন দখল করে কোন মতে বসে সময় পার করছিলাম আর গভীর ভাবে দেখছিলাম এই সব উজ্জ্বল চেহারার মেয়েগুলো কে। কি সুন্দর করে তোঁতা পাখির মত এরা ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বজাতির মধ্যে তাদের ভিতরের অন্ধকার। শিক্ষা বঞ্চিত হলে তারা এই কাজ টি এত টা দক্ষতার সাথে করতে পারত না। কিন্তু তাদের একবার ও প্রশ্ন জাগেনি-একবার ও মনে হয় নি,তারা যা বলছে তা শুধু পুরূষদের শিখানো অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। গড় গড় করে তারা উগড়ে দিচ্ছে যা তাদের ব্রেনে প্রোগ্রামিং করে দেওয়া হয়েছে !যারা তেমন শিক্ষা দিক্ষার ধার দিয়ে ও যেতে পারে নি ,সেই সব নারীরা এই নব্য শিক্ষিত চোস্ত মেয়েদের বুলি মুগ্ধ হয়ে বেদ বাক্যের মত মেনে নিচ্ছে। কারণ তাদের প্রশ্ন করার ক্ষমতাই কখন ও জন্মায় নি । বলা ভালো সুযোগ পায় নি জন্মানোর।

যার কাছে সেদিন গিয়েছিলাম তিনি বাংলায় কোরানের তাফসীর করছিলেন উপস্থিত বাংলাদেশী বয়স্ক নারীদের মধ্য। তিনি মাঝে মাঝে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন এই বলে যে,নিজ নিজ পুরূষদের সন্তষ্ট করেই নারীদের বেহেস্ত লাভের পথ সুগম করতে হবে ! তাঁর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল-কারণ আমি জানতাম তার জীবনের স্ট্রাগল টা। প্রায় বলতে গেলে একাই ছেলে কে নিয়ে বেশ দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়েছেন। দেশ থেকে মোটামোটি ভাল একটা ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। এখানে ও অনেক গুলো কোর্স করেছেন। চাকুরী করেছেন । বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্টানে তাকে সবার আগেই পাওয়া যায়। ব্যক্তি জীবনে মোটামোটি সফল নারী। জানতাম তিনি ধর্ম বিধি বিধান গুলো পালন করেন কিন্তু তার মনের হদিস এর আগে এমন করে আমি পাই নি। রুমে উপস্থিত মেয়েদের বেশীর ভাগ ই এদেশে জন্ম গ্রহন কারী উচ্চশিক্ষিত- বিভিন্ন ভালো পদে কর্ম রত মেয়ে। অন্য যারা সেখানে ছিলেন তারা বয়স্ক ,যাদের তেমন কোন কাজ কর্ম নেই -এসব ধর্মীয় আসরে তারা সানন্দে যোগ দিয়ে থাকেন। তাদের সাথে আমার পরিচিতা মহিলার মত কেউ কেউ আছেন যারা এই দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকেন। সেই সাথে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানটা ও ঝালাই করে নেন। তারপর আর ও বহুবার এই সব কর্ম কান্ড আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। দেখেছি এই সব উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের কি করে এক শ্রেনীর মোল্লারা কাজে লাগাচ্ছে । তাদের মগজ ভালো রকম দখল করে নিয়েছে ধর্মের নামে নানা রকম কুসংস্কার আর অন্ধ আনুগত্য দিয়ে। তারপর তাদের মাঠে ছেড়ে দিয়েছে পুতুলের মত। কি সুন্দর করে তারা বলে যায় ধর্ম নারীদের কত স্বাধীনতা দিয়েছে !তারা বর্তমান যুগের আধুনিক শিক্ষা পেয়ে অবশেষে জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পেল কি না মোল্লাদের ওয়াজ মাহফিলে ! সাইদীর মত লোকের ওয়াজে এই সব মেয়েদের ভীর লক্ষ্য করার মত। সেখান থেকে বের হয়ে তারা ছড়িয়ে দেয় অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে- নারীর স্বাধীনতা হিজাবের মধ্যে কত সুন্দর ফুটে উঠে ! স্বামী সেবা করা কত বড় সৌভাগ্যের কাজ !

কত সুকৌশলে শিক্ষিত মেয়েদের রিক্রুট করছে ধর্মবাদীরা তা ভাবতে অবাকই লাগে। তারা এখন এটা ভালো করেই জানে,একজন শিক্ষিত মেয়ে যে ভাবে যত সহজে তাদের হয়ে কাজ করতে পারবে একটি শিক্ষা বঞ্চিত মেয়ে তা পারবে না। তাই তো আজ আমাদের নিজামী সাইদীরা নারী শিক্ষার পক্ষেই মতামত দেয়। জামাতের হয়ে যে সব মেয়েরা কাজ করে ,কেউ কি কখন ও ভেবে দেখেছেন তারা সবাই কিন্তু মোটামোটি শিক্ষিত মেয়ে। তারা জামাতের আদর্শ প্রচার করছে,এবং

বেশ ভালোভাবেই করছে। এদের নারী স্বাধীনতা নিয়ে ভাবার সময় অথবা সুযোগ কোথায়? আমার এখন সন্দেহ জাগে শুধু মাত্র কলেজ উনিভার্সিটির শিক্ষা কিছু দিয়ে দিলেই মেয়েরা সত্যিকার মুক্তচিন্তার অধিকারী হয়ে যাবে কি না। এসব বিষয়ে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। বেশীরভাগ আধুনিক পুরুষেরই ধারণা মেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠিয়ে দিলেই সব দায় শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া পুরুষের তো শুধুই একজন শিক্ষিত সুন্দরী স্ত্রী দরকার ! যাকে প্রদর্শন করা যায় সমাজে। একটা গর্ব গর্ব ভাব ও তাতে মিশে থাকে। যেন একটা বেশ দামী সৌখিন জিনিষ। যা দেখিয়ে বেড়ালে অহং তৃপ্ত হয় !বেশী হলে চাকরী বাকরী করবে । শিক্ষা পেয়েছে বাইরে কাজকর্ম ও করছে এই না কত ! মেয়েদেরইবা এত সময় কোথায় এসব নিয়ে ভাবার। সারাদিন চরকীর মত খেঁটে এত কথা ভাবার মত সময় আর সুযোগ কোথায়? মাথায় কিছু ঢোকার মত,কিছু একটা নিয়ে ভাবার মত সময়ের ও তো প্রয়োজন ! যার সারাজীবন অন্যদের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়- তার সময় কোথায় নিজের কথা ভাবার। অতএব থাক। ধর্ম কর্মের মধ্যেই যদি শান্তি খুঁজে মেলে !

শিক্ষা ছাড়া ও তাই আজ অন্য কিছুর দরকার। অন্য এক বোধের জন্ম । যে বোধ, যে চেতনা আসবে তার নিজের ভিতর থেকে। যে অন্যের পাতানো খেলায় পা দেবে না। পুরুষের বানানো কথায় পুলক বোধ করবে না। হাঁটবে না তাদের রাস্তায়। নিজের রাস্তা তাদের নিজেকেই তৈরী করে নিতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। এই বোধ টা নারীদের মধ্যে জাগ্রত করতে সচেতন নারীদের ই এগিয়ে আস তে হবে। পুরুষের তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে এই কাজ কখন ও হবার নয় ।